R. N. No 2532/57 Regd. No. C. 853

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

খেতে ভাল ফোন—২৩
★ মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল বিড়ি
★ রেখা বিড়ি
ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)
ট্রানজিট গোডাউন
ডালকোলা (ফোন—৩৫)

৬০শ বর্ষ
২১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ৭ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
২৪শে অক্টোবর, ১৯৭৩
নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

স্পার তৈরীতে ঠিকাদারী গাফিলতিতে পঞ্চাশটি পরিবারের দুর্গতি

গণ-আবেদনে ঠিকাদার-প্রশস্তি

ধুলিয়ান পৌরসভা নিন্দামুখর

গত ৩।৯।৭৩ তারিখের একটি গণ-আবেদন পশ্চিমবঙ্গ সেচমন্ত্রী শ্রী এ, বি, এ, গণি খান চৌধুরী মহাশয়ের প্রতি, স্বাক্ষরকারী ফরাক্কা থানাধীন গ্রামবাসিগণ—সাইফুদ্দিন বিশ্বাস এবং অপরেরা। সমসেরগঞ্জ ব্লক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক মহঃ সাজাহান বিশ্বাস (বাসুদেবপুর নিবাসী) এবং ধুলিয়ান নিবাসী মহঃ ওয়াজেদ আলীও অন্যতম স্বাক্ষরকারী।

গণ-আবেদনের বিষয়বস্তু : হাজারপুর হতে বাগমারী পর্যন্ত নূতন স্পার তৈরী এবং পুরাতন স্পারের মেরামত করার প্রস্তাব। গণ-আবেদনের ৪র্থ অনুচ্ছেদে স্পার তৈরীর কাজে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের কর্মকুশলতার জন্য ধন্যবাদ জানান হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই সব কাজে ঐ ঠিকাদারদের জন্যে সুপারিশ করা হয়েছে।

ধুলিয়ান পৌরসভার কমিশনারগণ সমসেরগঞ্জ ব্লক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদকের কাছ থেকে প্রাপ্ত ঐ গণ-আবেদনের কপির বিষয়ে উপরি-লিখিত মর্ম উল্লেখ করে গত ১৮।৯।৭৩ তারিখে এক সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মহঃ সাজাহান বিশ্বাস (সমসেরগঞ্জ ব্লক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক) নাকি মহঃ ওয়াজেদ আলীর সহযোগিতায়, ব্লকের প্রেসিডেন্ট অথবা কমিটির অজ্ঞাতে বা সমর্থন না নিয়েই উল্লেখিত গণ-আবেদন যথাস্থানে এবং অপরাপর বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রেরণ করার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন বলে পৌরসভার কমিশনারগণ ১০নং প্রস্তাবে বিস্ময় প্রকাশ করেন। অবশ্য পৌরসভা হাজারপুর হতে বাগমারী পর্যন্ত নূতন স্পার তৈরী এবং পুরোনো স্পারের মেরামতীর বিষয় সমর্থন করেন।

ঠিকাদারদের কাজের জন্য উক্ত গণ-আবেদনে যে প্রশংসা ও সুপারিশ করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে কমিশনারেরা তীব্র নিন্দা করেছেন এবং যে স্পার বিনষ্ট হওয়ায় পরাণপাড়ার বৃহৎ এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে পঞ্চাশটি পরিবারকে গৃহহীন করেছে, তার জন্য ঠিকাদার শ্রীমোহনলাল জৈনকে দায়ী করেন। এই ক্ষয়ক্ষতি শ্রীজৈনকে পূরণ করতে হবে, সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মুশলিম বাংলার গোপন বৈঠক?

(ষ্টাফ রিপোটার)

সাগরদীঘি, ২২শে অক্টোবর—নির্ভরযোগ্য সূত্রের এক সংবাদে জানা গিয়েছে যে, ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রে ফাটল ধরাবার জন্য পাকিস্তানের সমর্থক একটি দুষ্ট চক্র এই থানা এলাকার কয়েকটি গ্রামে সক্রিয়ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। প্রশাসন কর্তৃপক্ষের অবিলম্বে ঐ চক্রের মূলোচ্ছেদ করা প্রয়োজন বলে সাধারণ মনে করছেন। প্রকাশ, এই থানার ভুরকুণ্ডা গ্রামে মুশলিম বাংলার একদল সমর্থক গোপনে মিলিত হয়ে বাংলাদেশ বিরোধী এক বৈঠক করেছিল গত ২রা অক্টোবর। ঐ সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে আরও জানা গিয়েছে যে, এই থানার দুইটি গ্রামের পাঁচজন দুর্বৃত্ত ৮।১০ বৎসর আগে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের কয়েকজন নাগরিকের সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করে সেখানকার পাবনা এবং রাজশাহীতে বসবাস করতো। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা মুক্তিফৌজের বিরুদ্ধে রাজাকারের কাজ করে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর লুঠতরাজ কোরে সেখানকার জনৈক স্কুল শিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে পুনরায় তাদের গ্রামে ফিরে এসে বসবাস করছে। সন্দেহ করা হচ্ছে এরাই বাংলাদেশ বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত আছে। জেলার গোয়েন্দা দপ্তর এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল আছেন। তবে আশ্চর্যের বিষয় যে, এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তাদের নাম-ঠিকানা আমাদের কাছেও আছে, প্রয়োজনবোধে প্রকাশ করা হবে। সর্বশেষ সংবাদে জানা গিয়েছে যে, মুশলিম বাংলার বৈঠক এই থানারই যে কোন গ্রামে পুনরায় বসতে পারে।

প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

মির্জাপুর, ২৩শে অক্টোবর—গত ২১শে অক্টোবর ভোর রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ থানার ও, সি গোপনসূত্রে খবর পেয়ে এ, এস, আই সহ মির্জাপুর গ্রামে গিয়ে ওখানকার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মাঙ্গীলাল জৈনের বাড়ী থানাতল্লাসী করে শ্রীজৈনকে না পেয়ে গনকর রেল ষ্টেশনে আসেন এবং সেখানে তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। গত মার্চ্চ মাসে অনুপপুর থেকে একটি ট্রাক চুরির অভিযোগে পুলিশ মাঙ্গীলাল জৈনকে গ্রেপ্তার করেন।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট *
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৮০ সাল।

॥ রক্তবীজের চক্রব্যূহ ॥

যাবন্তঃ পতিতাস্তস্য শরীরাদ্রক্তবিন্দবঃ। /তাবন্তঃ পুরুষা জাতাস্তদ্বীর্য্যবলবিক্রমাঃ॥ (শ্রীশ্রীচণ্ডী ৮।৪৪)। —তাহার শরীর হইতে যত রক্তবিন্দু পতিত হইয়াছিল, ততই তাহার মত বলবীর্য্য ও পরাক্রমশালী পুরুষ জন্মিয়াছিল। এই মহাশক্তিধর রক্তবীজ অসুর বলিয়া কথিত। ইহাকে নিধন করা সহজসাধ্য ছিল না বলিয়া চামুণ্ডা রক্তবীজের রক্তবিন্দু হইতে উৎপন্ন শত শত অসুরের রক্ত অতিবিস্তৃত বদনে গ্রহণ করিলে পর রক্তবীজ ক্ষীণরক্ত হওয়ায় নিহত হইল।

দিন কয়েক হইল, খবরে প্রকাশ গত আট মাসে এই রাজ্যের এগার শত অসাধু ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সংবাদে পুলকিত না হইয়া পারেন, এমন কোন রাজ্যবাসী নিশ্চয়ই নাই। ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, শূন্যোদর-পূর্ণোদর প্রভৃতি সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারেন। কেন না অতঃপর তেলে-ডালে-কয়লায়-কেরোসিনে এবং কিসে নয়, রাহুমুক্তি ঘটিল। আট মাসে এগার শত অর্থাৎ মাসে ১৩৭.৫ জন অসাধু ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার হওয়া সহজ কথা? তাহা হইলে সুদিন আসন্ন।

কিন্তু কার্যতঃ সবই 'স্বপ্নো নু মায়া নু'। বাস্তবে দেখা যাইতেছে, অসাধু ব্যবসায়ীদের ধরপাকড় চলিলেও বাজারে জিনিসপত্রের চড়া দাম অব্যাহত রহিয়াছে। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, অসাধু ব্যবসায়ীদের যতই ধরাধরি চলুক না কেন, স্নেহার্দ্রা বঙ্গভূমি তাবৎ শ্রেণীকে নিশ্চিহ্ন করিতে নিশ্চয়ই ব্যথা অনুভব করিতেছেন। না হইলে এই নববলে বলীয়ান রক্তবীজের দলকে রাজ্য সরকারের ন্যায় মহাশক্তিধরও আজ পর্যন্ত খতম করিতে পারিলেন না কেন? একদিকে যেমন গ্রেপ্তার হইতেছে, অন্যদিকে তেমনি তাহাদের ঝাড় বাড়িতেছে। এই সব ব্যবসায়ী-রক্তবীজ এমন কোন্ দেবতার আশীর্বাদ-পুষ্ট? হন্তারকই কি সেই বরদাতা? অসাধু ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে সরকার যাহা যাহা করিয়াছেন বা করিতেছেন, খবরের কাগজে তাহার ফলাও ফিরিস্তি পড়িয়া রাজ্যবাসীর পেট ভরিয়া উঠে না নিশ্চয়ই। তাহা হইলে অনুমান করা কঠিন নয় যে, ব্যবসায়ীরা সারা রাজ্যে যে ব্যূহ রচনা করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিবার ক্ষমতা সরকারী-অভিমন্যুর নাই।

চিরতরে বন্‌ধে মন্দ কী?

দুন্দুভি আবার ডিম ডিম রবে বাজিতেছে মনে হয়। কোন পল্লীতে নয়, সারা রাজ্যেই বন্‌ধোৎসব হইবে বলিয়া নাকি শুনা যাইতেছে। তবে এবারের বন্‌ধ সম্পর্কে উৎসবের আয়োজকেরা এখনও পর্যন্ত মতৈক্যে উপনীত হইতে পারেন নাই এই যা রক্ষা। প্রথমতঃ তারিখ ঘটিত, দ্বিতীয়তঃ নীতিঘটিত। তা উৎসবের তারিখ ১৬ই নভেম্বর বা ২০শে নভেম্বর যাহাই হউক না কেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া করিলে আহূত, অনাহূত, রবাহূত সকলেই সামিল হইতে পারেন। আর নীতিঘটিত অর্থাৎ বন্‌ধ ডাকা হইবে কি হইবে না, সে বিষয়ে কাহারও কোন বক্তব্য থাকিবার কথা নয়। কারণ রাজ্যবাসী দেখিতে অভ্যস্ত যে, কোন একটি রাজনৈতিক দল কোন বন্‌ধ বিষয়ে (সাম্প্রতিক কালের) স্থানীয়ভাবে বিরোধী মিছিল বাহির করিলেন, ঘোষণা করিলেন জিনিসপত্রের দাম বাড়িতেছে, বাড়িবে, তবু বন্‌ধ চলিবে না; বন্‌ধ করিলে ধোলাই হইবে, পিটাই হইবে ইত্যাদি; দিন কয়েক পর সেই দলই আবার জিনিসপত্রের দাম বাড়িতেছে বলিয়া হুঁশিয়ারী দিয়া রাস্তার ঈথার তরঙ্গে চরম আলোড়ন আনিলেন। ফলে শূন্য ভাগশেষ, শূন্য ভাগফলও।

সুতরাং রাজ্যবাসী এখন আর কিছু ভাবিতে পারেন না। তাঁহারা শুধু বঙ্গরঙ্গমঞ্চের মুক্তাঙ্গনে নানা প্রকারের খেলা দেখিতে থাকুন ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক। কিন্তু একটা ব্যবস্থা হইলে মন্দ হয় না। বন্‌ধকে সময়সীমায় বদ্ধ না রাখিয়া চিরকালের জন্য ডাকা হউক। বন্‌ধের সমর্থকদের গগনবিদারী তীক্ষ্ণকণ্ঠস্বর কর্ণপটহ বিদারণ করিবে না; বন্‌ধের বিরোধীদের আগ্রাসী ভূমিকা লইতে হইবে না; উষ্ণ ও শীতল সমুদ্রস্রোতের সঙ্গমস্থলে ভ্যাবাচাকা খাওয়া থমকান মীনকুলের ন্যায় তাবৎ সাধারণ মানুষকে খেল্ দেখিবার জন্য কাতারবন্ধ হইতে হয় না। সরকারপক্ষেরও কোটি কোটি টাকা ক্ষতির খতিয়ান প্রচার করিতে হয় না। সুতরাং বন্‌ধ পালক বা বিরোধী—"দু'জনে মন্দ হ'লে মন্দ কী?"

মেয়ে চোর গ্রেপ্তার

জঙ্গিপুর, ১৮ই অক্টোবর—সম্প্রতি স্থানীয় বাবুবাজারে শিক্ষক শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাসের বাড়ী থেকে নগদে এবং জিনিসপত্রে প্রায় চার হাজার টাকা চুরি গেলে পুলিশ এ ব্যাপারে জনৈকা মহিলাকে গ্রেপ্তার করে। সে পুলিশের কাছে চুরির কথা স্বীকার করে এবং দলের কয়েকজনের নাম প্রকাশ করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, ঐ সমস্ত অপরাধীদের আজও গ্রেপ্তার করা হয়নি যদিও শহরে চুরি এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

সার অসার

মাননীয় সম্পাদক, জঙ্গিপুর সংবাদ

সরকারের উৎসাহে সাড়া দিয়া সে সব চাষী উচ্চফলনশীল ধানের চাষ করিতেছেন, তাঁহারা এক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর কর্মকুশলতায় চাষের ব্যাপারে কী পরিমাণ নাজেহাল হইতেছেন, তাহার কিছুটা আভাস দিতেছি।

গত আষাঢ় মাসে জরুর অঞ্চলের নিস্তা গ্রামের কিছু চাষী সারের জন্য যে ঋণের আবেদন করেন, তাহা দীর্ঘ সময় অঞ্চল অফিস ও বি, ডি, ও অফিসে পড়িয়া থাকার পর জানা যায় অধিকাংশ দরখাস্তকারী ডিফল্টার। নিস্তা গ্রামের মাত্র চারজন নট-ডিফল্টার হইলেও একজনের ভাগ্যে ৫০.০০ টাকা সারের জন্য ঋণ হিসাবে মিলিয়াছে। ঐ গ্রামের শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র মণ্ডল পিতা ডিফল্টার বলিয়া ঋণ পান নাই। গত ১১।৯।৭৩ বি, ডি, সি র মিটিং এ স্থির হয় যে, পিতা ও পুত্রের ভিন্ন ট্যাক্স ও ভিন্ন জমি থাকিলে সে ভিন্ন বলিয়া গণ্য হইবে। তাই সহকারী এ, ও-কে শ্রীমণ্ডলের দরখাস্ত সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে বলা হইলেও তিনি ৫ দিন কোন ব্যবস্থা করেন নাই। পরে শুনা গেল গ্রামসেবককে তদন্তের ভার দেওয়া হইয়াছে। গত ১৮।৯।৭৩ তারিখ তাঁহার তদন্ত করিতে আসিবার কথা ছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা হয় নাই। ধানগাছগুলি কি এক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর খেয়াল-খুশীর অপেক্ষায় রহিবে?

শ্রীকালাচাঁদ মণ্ডল
অধ্যক্ষ, নিস্তা গ্রামসভা, জরুর অঞ্চল।

পুরাতনী

সম্পাদনা: শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

জঙ্গিপুর ও ধুলিয়ান ষ্টিমার লাইন

বি, এ, কে, রেল লাইন খোলার পর কলিকাতা ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী উক্ত লাইনে ষ্টিমার চালান বন্ধ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আবার উক্ত কোম্পানীর ষ্টিমার প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার প্রাতে ৫-৩০ মিনিটে জিয়াগঞ্জ হইতে উজানাভিমুখে ও প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার প্রাতে ৫-৩০ মিনিটের সময় ধুলিয়ান হইতে নিম্নাভিমুখে প্যাসেঞ্জার ও মাল লইয়া যাতায়াত করিবে। ষ্টিমার কোম্পানী এই লাইন খোলায় ব্যবসাদারগণের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে।

জঙ্গিপুর সংবাদ
২।৪।১৩২৪ ইং ১৮।৭।১৯১৭

সাক্ষাৎকারের পটভূমিকায়

[বিশেষ প্রতিনিধি]

মাতা স্থপার্শ্বমতীজী

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের বিকেল। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নির্মলচন্দ্র জৈনের সহায়তায় আমরা ধুলিয়ান জৈন মন্দিরের অভ্যন্তরে উপস্থিত হলাম। চন্দনধুপের মিষ্টি গন্ধেভরা মন্দিরের দ্বিতল প্রার্থনা-গৃহ। দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের চারজন শুক্লাবসনা আর্যিকা কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট। সামনে খোলা শাস্ত্র-গ্রন্থ। প্রথমজন বৃদ্ধা। জ্যেষ্ঠা আর্যিকা মাতা ইন্দুমতী। দ্বিতীয়া প্রৌঢ়া। মাতা স্থপার্শ্বমতী। তৃতীয়া বিত্থামতীজী। চতুর্থা স্থপ্রভামতীজী।

সকলকে নমস্কার জানালাম। প্রত্যেকেই করজোড় কপালে ঠেকালেন: 'জয় ভগোয়ান মহাবীর স্বামীজী।' নির্মলবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন দ্বিতীয়া মাতা স্থপার্শ্বমতীজীর সঙ্গে। মুণ্ডিত মস্তক। মাথায় আধো ঘোমটা। ফর্সা বুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডল। চোখে ষ্টিল ফ্রেমের পুরু লেন্সের চশমা। পাঠ বন্ধ করে বললেন: 'বৈঠিয়ে।'

মার্বেল পাথরের ঝক্‌ঝকে মেঝেয় বসলাম। ওঁর বয়সের কথা জিজ্ঞেস করতে বিশুদ্ধ হিন্দিতে বললেন: ৪৫ বৎসর। ২৫ বৎসর বয়সে ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করেছেন। সন্ন্যাসে দীক্ষা হয়েছে ২৮ বৎসর বয়সে গুরু বীরসাগর স্বামীর কাছে। জন্ম রাজস্থানের মেমস্থ জেলায়।

ভগবান মহাবীরের শান্তি, অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী বহন করে সারা ভারতবর্ষ পদযাত্রা করে বেড়াচ্ছেন এই আর্যিকা চতুষ্টয়। ধুলিয়ানে এখনো কয়েক মাস অবস্থান করবেন।

আমার দিকে তাকিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন স্থপার্শ্বমতীজী: 'পুছিয়ে অব।'

জিজ্ঞেস করলাম: 'আচ্ছা, আপনারা যে এই ধর্মের বাণী বহন করে পরিভ্রমণ করছেন সারা ভারতবর্ষ—এ তো বড়ো কঠিন কাজ। কিন্তু সত্যই কি আজকের পৃথিবীতে ধর্মের কোনো প্রয়োজন আছে? ধর্ম তো অতীত মধ্যযুগের বিজ্ঞান-চেতনা-হীন মানুষের অন্ধ অবলম্বন?'

আমার প্রশ্ন ধীর-স্থিরভাবে শুনে অত্যন্ত শান্ত ও দৃঢ়তার সঙ্গে উনি বললেন: 'আমরা প্রবাজিকা—ধর্মপ্রচারই তো আমাদের কাজ, যত কঠিনই হোক তা। কিন্তু ধর্ম তো কোনো বিশেষ কালের নয়—ধর্ম চিরকালের। আসলে ধর্মের প্রয়োজন কোনো-দিন ফুরোবে না। বিজ্ঞান মানুষকে দিনের পর দিন জড়বাদে দীক্ষা দিচ্ছে। ভোগোন্মত্ত মানুষ মানসিক শান্তি হারিয়ে ফেলছে। আর ধর্মই এক-মাত্র মানুষকে চিরন্তন শান্তির পথে নিয়ে যায়। কিন্তু ধর্মের প্রথম সোপান হোল অহিংসা। পৃথিবীর কোনো ধর্মই হিংসার কথা বলেনি। যা দুঃখ দেয় তাই তো হিংসা। 'আর এ জন্যে শত্রুতাও এক ধরণের হিংসা।' মাতাজী থামলেন।

বললাম: মাতাজী, 'ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়তোবা অহিংসার নীতি স্বীকার্য—কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অহিংসা-নীতি কিভাবে ফলপ্রসূ হতে পারে।'

মাতাজী চোখ থেকে চশমাটা খুলে পুঁথির উপরে রাখলেন। তারপর মৃদু হেসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে স্থির প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন: 'ব্যক্তির মতন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অবশ্যই অহিংসা-নীতি কার্য্যকরী হবে। কারণ পৃথবীতে সত্যিকার শান্তি আসবে তখনই যখন একটি রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকে গ্রাস করতে চাইবে না। কিন্তু আক্রমণ এলে তাকে তো রুখতেই হবে। আত্মরক্ষা ও আত্ম-মর্যাদার জন্যে যে সংগ্রাম তা অহিংসা নীতি থেকে বিচ্যুত হওয়া বুঝায় না। সন্তান কি মায়ের ইজ্জত রক্ষার জন্যে শত্রুকে আঘাত হানে না?'

আরো অনেক খুঁটি-নাটি ধর্মীয় আচার ও সাধন মার্গীয় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেয়ে থামলাম। বাইরে তখন সন্ধ্যা নামছে। মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা স্নিগ্ধ ও পবিত্র আমেজ।

রেশন বণ্টন-ব্যবস্থায় বৈষম্য কেন?

জঙ্গিপুর, ২৩শে অক্টোবর—গত সপ্তাহে জঙ্গিপুর পৌর এলাকার দু'পারে রেশনে যে গম দেওয়া হয়েছে তা দু'রকম। রঘুনাথগঞ্জে মাথা-পিছু সাতশ, জঙ্গিপুরে মাথা-পিছু পাঁচশ। একই পৌর-সভার অন্তর্গত রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে গম বণ্টনে কেন এই বৈষম্য কেউ পরিষ্কার বুঝতে পারছেন না। চরম দুর্মূল্যের বাজারে জঙ্গিপুরের জনসাধারণের প্রতি খাদ্য-সরবরাহ বিভাগের বিমাতৃসুলভ মনোভাবের প্রতিবাদে আর, এস, পি সম্পাদক পশুপতি চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে একদল নাগরিক গত ২০শে অক্টোবর মহকুমা শাসকের অফিসে গিয়ে তাঁর কাছে প্রতিবাদ জানান এবং উভয় পারে সমবণ্টন দাবি করেন।

নার্স কোয়ার্টার খালি নাই কেন?

রঘুনাথগঞ্জ, ২৩শে অক্টোবর—জঙ্গিপুর মহকুমা সদর হাসপাতালের কয়েকজন নার্স আমাদের দপ্তরে এসে অভিযোগ করেন যে, গত জুন মাসে সিষ্টার দাম অন্যত্র বদলি হওয়া সত্ত্বেও নাকি বর্ত্তমানে এখানেই কোয়ার্টার দখল করে আছেন। এদিকে কোয়ার্টারের অভাবে তাঁদের অনেকে শহরে বাসার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

সংগীতানুষ্ঠান, যাত্রাভিনয়

সাগরদীঘি, ১৯শে অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে মনিগ্রাম কিশোর সংঘের ব্যবস্থাপনায় এক সংগীতানুষ্ঠান হয়ে গেল গতকাল মনিগ্রামে। ঐ অনুষ্ঠানে মৃণাল ব্যানার্জী, দয়াময়ী ব্যানার্জী, শ্যামলী মান্না প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ সংগীত পরিবেশন করেন।

সম্প্রতি ব্রাহ্মণীগ্রামে বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে "এক মুঠো অন্ন চাই" এবং "এক কিলো আটা" যাত্রা দুইটি সাফল্যের সাথে মঞ্চস্থ করা হয়।

TENDER NOTICE.

No. F/1(Pt. I)/Storage/290 Dt. 18.10.73

On behalf of Food Corporation of India, District Manager, Murshidabad, invites sealed tenders (in double sealed covers), in prescribed form, from experienced and bonafide transport and Labour Contractors for appointment as Contractors in Murshidabad District under Food Corporation of India for Station handling-cum-Transport-cum-Godown handling operations under different Zones in Murshidabad district Viz. i) Zone A (Berhampore and Kandi Subdivision), ii) Zone B (Lalbagh Subdivision) & iii) Zone C (Jangipur Subdivision).

Tender documents including tender forms (non-transferable) can be had on application and on payment of Rs. 15/= in respect of Zone A and Rs. 10/= in respect of Zone B/C in cash (non-refundable) per set (in duplicate) for the operation under each Zone and on production of a valid Income-Tax Clearance Certificate, from District Manager, Food Corporation of India, Murshidabad, P.O. Khagra from 7.11.73 to 20.11.73 between 11 A. M. and 3 P.M. on Week days and between 11 A. M. and 1 P. M. on Saturdays.

Separate tenders alongwith Earnest Money of Rs. 1000/= in respect of each Zone in bank draft or Deposit at Call Receipts on State Bank of India/ Scheduled Bank in favour of "Food Corporation of India, Murshidabad must reach the District Manager, Food Corporation of India, Murshidabad, P.O. Khagra, before 1 P. M. on 21.11.73. Tenders will be opened at 3 P. M. the same day in presence of the tenderers or their authorised representative. Tenderers, if selected, shall have to furnish security deposit of Rs. 5,000/= Zone A and Rs. 2,500/= for Zone B/C.

The F. C. I. reserves the right to accept without assigning any reason any tender and/or tenders for any one or more of the items as well as to reject any or all tenders without assigning any reason and to appoint more than one Contractor for each item of operations in each Zone.

—সকল প্রকার ঔষধের জন্য—

নির্ণয় ও নিরাময়

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

ওয়াগন ব্রেকারদের রামরাজত্ব

জঙ্গিপুর, ১৮ই অক্টোবর—পুলিশ এবং রেল কর্মচারীর নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের গুডস্ ইয়ার্ডে একদল ওয়াগন ব্রেকার বেপরোয়াভাবে তাদের কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। ফুড কর্পোরেশন অথবা ফরাক্কা ব্যারেজের মাল এলে এবং গাড়ী সাইডিং করার সময় এদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। গাড়ীর দরজা ভেঙ্গে মাল বের করলেও তাদের কেউ বাধা দেয় না।

ছাত্রপরিষদের চাঁদার জুলুম

বহরমপুর, ২৩শে অক্টোবর—সম্প্রতি এখানে কালীপূজোর চাঁদার জুলুমের শিকার হয়েছেন লালবাগের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সস্ত্রীক। প্রকাশ, তিনি সস্ত্রীক এখানে বেড়াতে এলে লালদীঘির পারে গোরাবাজার নিমতলা কালীপূজা কমিটির কয়েকজন ছাত্রপরিষদ সদস্য তাঁর গাড়ির পথরোধ করে ১০০ টাকা চাঁদা দাবি করে। তিনি তাদের পরে দেখা করার অনুরোধ জানালে তারা নাকি অশ্লীল ভাষায় কথা বলে এবং জুলুম করে। বাধ্য হয়ে তিনি রিভলভার বের করেন তখন যুবকের দল পালিয়ে যায়। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ সুপারকে লিখিতভাবে এই ঘটনা জানান। ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ছাত্রপরিষদের ছেলেরা স্থানীয় এম, এল, এ-কে ঘটনাটি জানায় এবং ট্রাঙ্ককলে যুব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে। পরে এম, এল, এ শ্রীশংকরদাস পালের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটির নিষ্পত্তি ঘটে এবং যুবকের দল ঐ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়।

পদ্মা বিধ্বস্ত পল্লীদর্শনে মন্ত্রীদ্বয়ের সফর

চলতি মাসের প্রথম দিকে কৃষি মন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার, সেচমন্ত্রী শ্রীগনি খান চৌধুরী এবং তৎসহ জেলা-সমাহর্তা এবং কয়েকজন এম, এল, এ মোটর-লঞ্চযোগে ফরাক্কা হতে খান্দুয়া পর্যন্ত পদ্মা পার্শ্ববর্ত্তী বিধ্বস্ত গ্রামগুলির অবক্ষয় পরিদর্শন করতে গেলে স্থানীয় জনগণ তাঁদের নিকট রাক্ষুসী পদ্মার অবক্ষয় নিবারণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী জানায়। ছিন্নমূল জনপদবাসীদের পুনর্বাসনের দাবীর উত্তরে মন্ত্রীদ্বয় জানান তাদের অবস্থার বিষয় সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে।

চোরাই তারসহ তিনজন গ্রেপ্তার

জঙ্গিপুর, ২৩শে অক্টোবর—গত ২০শে অক্টোবর বেলা ৯টা নাগাদ জয়রামপুর গ্রামের নিকট কয়েকজন কংগ্রেস ও যুবকংগ্রেস কর্মী ৪৫ কেজি চোরাই তারসহ দু'জনকে আটক করেন। পরে অনুসন্ধান করে ঐ তারের মালিক বরজাহান সেখকেও তাঁরা পুলিশের হাতে তুলে দেন। পুলিশ তি-জনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের কাছে গ্রামবাসীদের প্রশ্ন—প্রকাশ্য দিনের বেলায় নিয়মিতভাবে চোরাই তার পাচারের সাহস দুর্বৃত্তেরা কোথা থেকে পায়?

পরলোকগমন

রঘুনাথগঞ্জ—স্থানীয় বারের প্রবীণ আইনজীবী সুরেন্দ্রমোহন কুণ্ড মহাশয় গত ১২ই অক্টোবর কলিকাতায় সুখলাল করনানী হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সুরেন বাবুর অমায়িক মধুর ব্যবহার আমরা ভুলতে পারব না। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।

* * *

সাগরদীঘি—গত ১৭ই অক্টোবর এই থানার ছামুগ্রামের প্রবীণ সমাজসেবী ডাঃ বিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় পরলোকগমন করেন। মৃত্যু-কালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গিয়েছেন। বিভূতি বাবু অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় সাগরদীঘি স্কুল গড়ে ওঠে এবং প্রায় ২৫ বৎসর তিনি স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। জনহিতকর কাজের জন্য ১৯৪৫ সালে সরকার থেকে তাঁকে রৌপ্যপদক দেওয়া হয়। আমরা তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।

TENDER NOTICE.

No F/10'73/Storage/SA/295 Dt. 20. 10. 73

Sealed Tenders in double sealed covers (both the covers to be addressed to the District Manager, Food Corporation of India, Murshidabad) are invited from experienced and bonafide persons/firms, having suitable Godowns with approximate capacity of 1000 M. T. for Storing foodgrains (including dal/potato/mustard seed etc.) and gunnies, to work as Storing agent at or near about Bhagwangola preferably on the main road.

Tender forms can be had on payment of Rs. 15=00 per set in each from the office of the District Manager, Food Corporation of India, Murshidabad between 11 A. M. and 2 P. M. every working day (excepting on Saturday) from 7. 11. 73 to 20. 11. 73.

Tenders alongwith earnest money of Rs. 1000/= in the form of Demand Draft/Deposit at Call Receipts should reach the District Manager, Food Corporation of India, Murshidabad before 1 P. M. on the 21st November '73 and the same will be opened on the same day at 3 P. M. by the District Manager in presence of those of the tenderers or their authorised representatives, who may be present at the time of opening the tenders.

The District Manager, reserves the right to accept or reject any or all the tenders without assigning any reason.

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত